যুগান্তর

তারিখ ১৯ FEB 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

মাধ্যমিকের আরও এক কোটি বই ছাপা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সংকট নিরসনে আরও ১ কোটি বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির বেশি চাহিদার মোট ২০টি বই রয়েছে এ তালিকায়। এর মধ্যে ৪০ লাখ কপি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হবে। বাকি ৬০ লাখ ছাপানো হবে জরুরি টেন্ডারের মাধ্যমে। বুধবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভা শেষে তিনি জানান, নতুন এ কাজে পাঠ্যপুস্তকের সংকট সৃষ্টিকারীরা অংশ নিতে পারবে না। এদের কালোতালিকাভুক্তির কাজ চলছে। এদিকে বুধবার বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বাংলাবাজারে পাইকারি দোকানগুলো বন্ধ ছিল। হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

হচ্ছে : ছাপা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিক্রেতারা জানান, বই বিক্রিতে কমিশনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হস্তক্ষেপ করায় তারা প্রতিবাদস্বরূপ বই বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে দোকান খোলা হয়। তবে প্রকাশকদের একটি অংশ জানিয়েছে, বিষয়টি অন্য ধরনের। গত কয়েকদিন যাবৎ র‍্যাব-পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার ছাড়াও বিপুল সংখ্যক নকল ও নিউজপ্রিন্টে ছাপানো বই আটক করে। নকল বইয়ের বাণিজ্যকারীরাই সিন্ডিকেট করে ক্রেতাদের জিম্মি করতে দোকান বন্ধ করে দেয়। বিকালে এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানান, আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর এনসিটিবি তিনটি মামলা করেছে। এনসিটিবি এবং টাস্কফোর্স সূত্র জানিয়েছে, তিনটি মামলার একটি বিশেষ ক্ষমতা আইনে এবং বাকি দুটি সাধারণ আইনে দায়ের করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, জাতিকে এবং সরকারকে বিপদে যারা ফেলেছে, তারা কেউই পার পাবে না।

বুধবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে পাঠ্যবইয়ের সংকট নিরসন এবং আগামীতে এ ধরনের সংকট উত্তরণে করণীয় নির্ধারণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, এনসিটিবি, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। দেড় ঘণ্টা স্থায়ী রুদ্ধদ্বার বৈঠকে শিক্ষা সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও সদস্য, বই সংকটের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য এবং এনসিটিবি'র সাবেক কয়েকজন চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন।